ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৩২
আগরতলা, ০৫ এপ্রিল,২০১৭

কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য
<u>পে এবং পেনশন রিভিশন কমিটি গঠিত</u>

রাজ্য সরকারের কর্মচারী ও পেনশনারদের বর্তমান বেতনক্রমের সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্যে রাজ্য সরকার তিন সদস্যের বেতন এবং পেনশন রিভিশন কমিটি গঠন করেছেন । কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব জি কে রাও । সদস্য হয়েছেন রাজ্য সরকারের প্রধান সচিব সুশীল কুমার । এই কমিটির সচিব হয়েছেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ডি মোদক । এই কমিটিকে বিজ্ঞপ্তি জারি হবার ৪৫ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশ জমা দিতে বলা হয়েছে । আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরীচ্যুতির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।

আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় স্তরে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করার পর রাজ্যেও কর্মচারীদের ও পেনশনারদের বেতনক্রম সংশোধন করার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের বিবেচনায় ছিল । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করলেও অন্যান্য ভাতা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাজ্যের কর্মচারী ও পেনশনারদের দ্রুততার সাথে সংশোধিত বেতনক্রম দিতেই এই বেতন ও পেনশন রিভিশন কমিটি গঠন করেছেন । বেতন ও পেনশন রিভিশন কমিটির বিজ্ঞপ্তি আগামীকালের মধ্যেই জারি হবে। তিনি বলেন, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে । এবারের বাজেট অধিবেশনেও অর্থমন্ত্রী এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকার সংস্থানও রাখা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মলনে জানান, বেতন ও পেনশন রিভিশন কমিটির আওতায় আসবেন ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৩ জন সরকারি কর্মচারী এবং ৫৭ হাজার ৬৮৮ জন পেনশনার । পি এস ইউ-র কর্মচারীদের জন্য বেতন রিভিশনের বিষয়টি কমিটি পৃথক ভাবে পরীক্ষা করবে ।

২) পে এবং পেনশন রিভিশন কমিটির নিয়মাবলী নিম্নলিখিত বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরী হবে ঃ-

ক) পে রিভিশন বা বেতন সংশোধনী ২০০৯ সালের বেতন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হবে । এই বেতন কাঠামোর আওতায় থাকবেন রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা, ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবং অধস্তন আদালতগুলির কর্মচারী, ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয়, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন, গ্রান্ট ইন এইড বিদ্যালয়, ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীগণ ।

খ) ২০০৯ সালের রিভিশনে যেসব বেতন সংক্রান্ত বৈষম্য রয়ে গেছে সেগুলির বিবেচনা ।

গ) রাজ্য সরকার প্রদত্ত বর্তমান ডি এ -কে বিবেচনা করে ডি এ প্রদান এবং ভবিষ্যতে ডি এ প্রদানের ফর্মূলা বা নিয়মাবলী ।

ঘ) বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য পে রিভিশন ফিক্সেশন ফর্মূলা ।

ঙ) বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ভাতার হারের রিভিশন ।

চ) রিভিশনের ফলে উদ্ভূত চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ।

ছ) সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করার ক্ষেত্রে বেতন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর রিভিশন ।

জ) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পেনশন রিভিশন ও অবসর সংক্রান্ত প্রাপ্তি।

ঝ) অন্য যে কোন বিষয় যে সম্পর্কে রাজ্য সরকার কমিটির কাছে রেফার করতে পারে ।

৩) রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে কমিটি তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করতে পারবে ।

৪) কমিটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে সম্ভাব্য ও কাঙ্খিত সুপারিশ প্রদান করবে । এসব বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ঃ -

-২২ পৃষ্ঠায়২

This document was created using SmartPDF Converter To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

ক) সমস্ত সংশোধনী সহ 'দি টি এস সি এস (রিভাইজড পে) রুলস ২০০৯' -এর বেতন কাঠামো,
খ) সর্বশেষ সংশোধনী সহ 'দি টি এস সি এস(রিভাইজড পেনশন) রুলস ২০০৯' -এর পেনশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তি,
গ) ডি এ -এর একত্রীকরণ,
ঘ) রাজ্য সরকারের সম্পদের অবস্থা এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে নিশ্চিয়তা প্রদান ।
৫) কমিটি তার সুপারিশগুলি রূপায়ণ করলে কি পরিমান অর্থ ব্যয় হবে তারও একটা হিসাব দেবে এবং এই সুপারিশ রূপায়ণ করতে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কি করে আসবে সে ব্যাপারেও ধারণা দেবে । এব্যাপারে কমিটি রাজ্য সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের সাথে পরামর্শ করবে ।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরীচ্যুতির বিষয়েও আজকের মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে । এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের স্পেশাল লীভ পিটিশন (এস এল পি) (সিভিল) নং ১৮৯৯৩ - ১৯০৪৯, ২০১৪ -কে প্রত্যাখান করে গত ২৯ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের দেওয়া রায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, সুপ্রীম কোর্টের এই রায় আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত । এতে নানা ধরণের সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছে । তা অমান্য করা যাবে না । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তা কার্যকর করা হবে । এজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন । যে ১০,৩২৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকুরীচ্যুত হয়েছেন তারা দীর্ঘদিন সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন । রাজ্যের শিক্ষা কাঠামো সচল রাখতে তারা সচেষ্ট ছিলেন । তারা যাতে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন না হন সেজন্য সরকার তাদের পাশে থাকবে । তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের আমরা ভেসে যেতে দেবো না ।

*****

p.d

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com